# শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

৬ষ্ঠ সংখ্যা । ২০২১



শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী

গুরুমহারাজের শিষ্যবৃন্দ এবং তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য

# শিষ্যকে উদ্ধারের জন্য

# গুরুর দায়িত্ব

## বিশ্বব্যাপী ভক্তমন্ডলীর কাছে লেখা

## শ্রীল জয়পতাকা স্বামী গুরুমহারাজের

## পত্রাবলী থেকে সারসংক্ষেপ

আমি বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে থাকি যে, তোমরা এই জীবৎকালে সুখী হয়ে থাকবে—সম্পূর্ণ সুখী হবে—কৃষ্ণভাবনার সম্যক সুখ পাবে। কৃষ্ণভাবনায় নিয়োজিত তোমার বন্ধুদের তুমি ভুলতে কি পার? আমাকে ভুলে গিয়েছ কি? ভারতের ঠিকানায় আমাকে চিঠি লিখো, কিংবা পারলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মভূমি শ্রীমায়াপুরে চলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করো।

তোমার পারমার্থিক দীক্ষাগুরু বলে তুমি আমার শরণাগত হয়েছ, কিন্তু এখন তুমি সঙ্কটে পড়েছ। আমার সাথে পরামর্শ কর না কেন? তোমাকে সাহায্য করতে আমাকে সুযোগ না দাও যদি, তবে কেমন করে আমি তোমায় সাহায্য করতে পারি? তোমার বিঘ্ন, তোমার অসুবিধার কথা আমাকে বল, আর তাহলে আমি তোমাকে

পরামর্শ দেব, যাতে করে তোমার বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েই তোমার পরিমার্থিক জীবনে এগিয়ে চলতে পার।

শিষ্যকে উদ্ধারের জন্য পারমার্থিক দীক্ষাগুরুর আবার জন্মগ্রহণের দায়িত্ব বিষয়ক তোমার প্রশ্নটি সম্পর্কে জানাই যে, শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে একখানি ব্যক্তিগত চিঠি লেখেন, যাতে তিনি বলেন যে, সাধারণত শিষ্যকে উদ্ধার করা পারমার্থিক দীক্ষাগুরুরই দায়িত্ব এবং যদি শিষ্য কৃষ্ণের কাছে ফিরে যেতে ব্যর্থ হয়, তা হলে তখন গুরুদেবেরই দায়িত্ব আবার জন্মগ্রহণ করে শিষ্যকে উদ্ধার করা। অবশ্য সেটা কৃষ্ণের কৃপার উপরেই নির্ভর করে। যদি কৃষ্ণ পারমার্থিক গুরুকেই দায়ী বলে মনে করতে চান, তা হলে সেটা তারই দায়িত্ব এবং তাঁকে তখন আবার জন্মগ্রহণ করতে হবে ঐ শিষ্যটিকে উদ্ধারের জন্য। তা না হলে, কৃষ্ণ যদি চান গুরুর আশীর্বাদে, বা অন্য কোনও ভাবে, শিষ্যকে উদ্ধার করবেন, সেটা কৃষ্ণেরই ইচ্ছা। কিন্তু প্রত্যেকটি শিষ্যকে ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের উদ্ধার করার দায়িত্ব দীক্ষাগুরুরই। তাই শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন যে, কোনও শিষ্য যখনই পারমার্থিক জীবনধারা থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে, তখনই সে প্রকৃতপক্ষে 'গুরুদ্রোহী' অর্থাৎ গুরুঘাতক হয়েই ওঠে, কারণ পারমার্থিক দীক্ষাগুরুকে ভবিষ্যতে আবার একবার জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য করার ফলে, সে তাঁকে (তার গুরুকে) জন্মমৃত্যুর আবর্তের মাঝে

পড়তেই বাধ্য করে, যাতে তিনি তাকে উদ্ধার করতে আসেন। সুতরাং অধঃপতন যাতে না ঘটে, তার জন্য খুব সতর্ক থাকতে হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন যে, কোনও শিষ্য যদি একবার, দু'বার, কিংবা বারে বারেও অধঃপতিত হয়, তবু তাকে ক্ষমা করা যেতে পারে। কিন্তু যদি তার কুকর্মাদি সংশোধন করার জন্য সে চেষ্টা-চরিত্র থেকে নিবৃত্ত হয়ে থাকে এবং নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা না করে অধঃপতনেই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তবে একটা সময়ে, গুরু সেই শিষ্যকে উদ্ধারের প্রচেষ্টা থেকেও ক্ষান্ত হয়ে যেতে পারেন, আর সেটা তো দারুণ দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।

আমি জানি কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ওঠার জন্য তোমরা অতি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে চলেছ এবং আমি বিশ্বাস রেখেছি যে, তোমরা চারটি বিধিনিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলার ব্যাপারে খুবই সতর্ক হয়ে থাকবে এবং প্রতিদিনই ষোল মালা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করবে, আর ভগবৎ-সেবায় রত থাকবে। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত সেবা উৎসর্গ করা হয়ে থাকে, তা গুরু এবং গুরু-শিষ্য পরম্পরায় সকলের উদ্দেশ্যেই অর্পিত হয়। কৃষ্ণের কাছে সরাসরি এগিয়ে যাবার যোগ্যতা কোন্ বদ্ধ জীবের আছে? তবে গুরু-শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমেই কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে মানুষ সরাসরি সেবা নিবেদন করতে পারে। কৃষ্ণের দাসানুদাস হয়ে থাকার এটাই হল পরমোত্তম পদ্ধতি।

তথ্য সূত্র: শ্রীগুরুমুখ পদ্মবাক্য, পৃষ্ঠা-১৪

# শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু


জে.পি.এস আর্কাইভস

ফ্ল্যাট এস-১, তৃতীয়তল, প্রভুপাদ নিবাস, অভয়নগর,

পোঃ- শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১৩১৩।

magazine.jpsarchives@gmail.com

**+919681916108**

www.jayapatakaswamiarchives.net


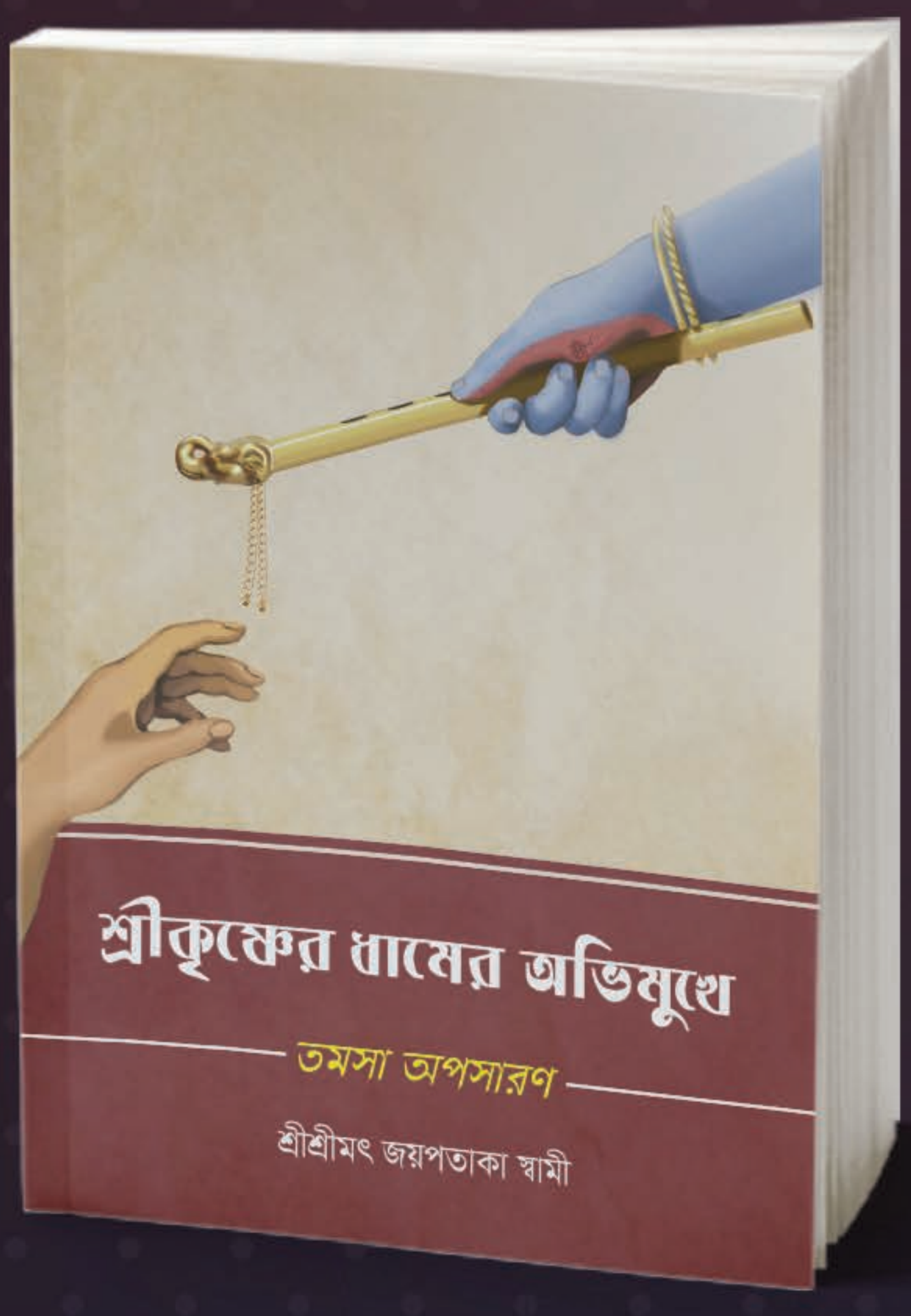



ভিক্টোরী ফ্লাগ পাবলিকেশন্স প্রকাশিত

লেখক: শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী

**+919800915553**